সংবাদ

তারিখ 24 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ...

BC Report

আইন সংশোধন

বিসিএসে অংশ নিতে কমপক্ষে ৪ বছরের স্নাতক হতে হবে

এখন থেকে শুধু বিএ, বিএসসি বা বিকম উত্তীর্ণরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। আবেদনের জন্য অবশ্যই স্নাতকোত্তর হতে হবে। তবে চার বছরের স্নাতক হলে সে ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হবে না। এছাড়া লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। মৌখিক পরীক্ষায় পেতে হবে ৪০ শতাংশ নম্বর।— বিডিনিউজ।

দি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস আইন ১৯৮২ (এইজ, কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড এক্সামিনেশন হতে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

হতে : হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফর ডাইরেক্ট রিক্রুইটমেন্ট রুলস) সংশোধনের মাধ্যমে এসব পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ১৭ জানুয়ারি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে গেজেট প্রকাশ করা হয়। ২৮তম বিসিএস থেকেই নতুন বিষয়গুলো কার্যকর হচ্ছে।

আগে বিসিএস পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হতো। আর মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণের জন্য ন্যূনতম কোনো নম্বর পাওয়ার বিধান ছিল না। পিএসসির কর্মকর্তারা জানান, তিন ধাপে আবেদনপত্র বাছাই, নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে উত্তরপত্র দেখার সুযোগসহ বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতিতে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এবার পরীক্ষার ফি ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফি ছিল ২৫০ টাকা।

২৮তম বিসিএস-এ ১ হাজার ৭২০টি শূন্য পদ পূরণের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে বিসিএস সাধারণ ক্যাডারে শূন্য পদের সংখ্যা ৫৭৪টি, প্রফেশনাল ও টেকনিক্যাল ক্যাডারে শূন্য পদ ১ হাজার ১৪৬টি।

এবার আবেদনপত্র জমা নেয়ার পর তিন ধাপ বাছাই করা হবে। এজন্য পরীক্ষায় ভাল বোর্ড, মডারেটর বোর্ড ও ফাইনাল বোর্ড নামে তিনটি বোর্ড থাকবে। এসব বোর্ড বাছাই করার পর চূড়ান্ত আবেদনপত্রের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

এখন থেকে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদের ঢাকায় আসতে হবে না। তারা বিভাগীয় শহর ছাড়াও নিজ নিজ জেলা প্রশাসকের দপ্তরে জমা দিতে পারবেন। বিভাগীয় শহরে সরকারি কর্মকমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে।